দৈনিক
ইত্তেফাক
সোমবার, ২রা ভাদ্র, ১৩৯২

19 AUG 1985
2 কলাম

পরীক্ষা ঃ পাস ও ফেল

গত বৃহস্পতিবার একযোগে চারটি শিক্ষা বোর্ডের এস এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। পরীক্ষায় চারটি বোর্ডের গড় পাসের হার ৪৬'২৫ ভাগ। ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৫ শত ৪১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪ শত ৬৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এস এস সি পরীক্ষার এই ফল হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পরীক্ষায় পাসের চাইতে ফেলের সংখ্যা বেশি। বলা বাহুল্য ইহা কেবল এ বছরেরই ঘটনা নয়, প্রায় প্রতি বছরই এভাবে বিপুল সংখ্যক তরুণ শিক্ষার্থীর জীবনের এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটিতে অকৃতকার্য হওয়ার চরম আঘাত পাইতে হয়। শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নময় মূল্যবান দশটি বছরের শ্রম ও সাধনা এভাবেই পরীক্ষায় পাস-ফেলের সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়া অনেকের জীবনেই ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া যায়। আমরা মনে করি, আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ও পরীক্ষাপদ্ধতির প্রেক্ষাপটে এই দিকটিও গভীর সহানুভূতি দিয়া ভাবিয়া দেখার মতো। আমাদের দেশে পরীক্ষায় পাসের চাইতে ফেলের সংখ্যা বেশি। কেবল এসএসসি পরীক্ষাতেই নয়, এইচএসসি ও ডিগ্রী পরীক্ষাতেও কমবেশি এই একই অবস্থাই চোখে পড়ে। বলা চলে, ইহাই আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র। আর এই বাস্তব চিত্রটির মধ্য দিয়া দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক সমস্যা ও সংকটই বোধ করি আরো বড়ো হইয়া ফুটিয়া ওঠে।

গতানুগতিকভাবে দেখিতে গেলে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল হয়তো তেমন খারাপ নয়। পাসের হার শতকরা চল্লিশের উপর। বরাবর এ রকমই হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বিষয়টিকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখিতে চাই। আর সে জন্যই বলিতে হয়, পরীক্ষায় ফেলের এই সংখ্যাধিক্য প্রকৃতপক্ষে এই হতভাগা সমাজে আমাদের জীবনে সর্বক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের ফেলেরই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ সমাজে কেবল এসএসসি পরীক্ষাতেই নয়, জীবনের প্রায় সব পরীক্ষাতেই এভাবে বেশিরভাগ মানুষ ফেল মারিতেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেওবা তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? প্রতি বছর এভাবে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর এই অনুত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভয়াবহ দুর্বলতা ও গলদেরই যে প্রমাণ বহন করে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সে জন্য পরীক্ষায় ফেলের সকল দায়িত্ব কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চাপাইয়া আমাদের সমাজ ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি নিস্তার পাইতে চায়, তাহা হইলে তাহা হইবে আত্ম-প্রবঞ্চনারই নামান্তর। প্রতি বছর এই বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর এভাবে অনুত্তীর্ণ হওয়ার দায়িত্ব আমাদের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমভাবেই স্বীকার করিতে হইবে। সারা দেহ রক্তশূন্য রাখিয়া কেবল মুখমণ্ডলে কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালনের নাম যেমন স্বাস্থ্য নয় তেমনি দেশের নগরকেন্দ্রিক মুষ্টিমেয় কয়েকটি নামকরা স্কুলের পরীক্ষায় ভালো ফল কিংবা মেধা তালিকার শীর্ষস্থান-সমূহ লাভ করার অর্থই দেশের শিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি নয়। আমরা এই কথাটি শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলকে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতে অনুরোধ জানাই। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও মিষ্টি কেনার ধুম যেমন সত্য তেমনি সত্য অন্যদিকে দুঃখ, বেদনা, অশ্রু, পরাজয়ের গ্লানি এমনকি আত্মহত্যাও। এই বাস্তবতার মধ্য দিয়াই দেশের লেখাপড়া হইতেছে, পরীক্ষা চলিতেছে এবং পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হইতেছে।

আমরা স্বীকার করি, ইহা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের একটি গুরুতর সমস্যা। একদিনে ইহা সমাধান করাও সম্ভব নয়। আধুনিককালে উন্নত দেশ ও উন্নত সমাজে পরীক্ষাপদ্ধতির জটিলতাকে অনেক হ্রাস করা হইয়াছে। এসএসসি পরীক্ষা স্কুল জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই বহুলাংশে বিনষ্ট হয়। শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দরিদ্র দেশের সমাজজীবনে ইহা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে কিনা তাহাই ভাবিয়া দেখা উচিত। দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ স্কুলের অবস্থাই অত্যন্ত খারাপ। না আছে ভালো শিক্ষক, না আছে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ, না আছে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। ভালো ও নামকরা স্কুলগুলিতেও অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর ভিড়। এদিকে টিউশনীর ব্যস্ততা ও চাপে অনেক শিক্ষকের পক্ষেও শিক্ষার্থীদের প্রতি অনেক সময়ই সেভাবে নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। বস্তুত সিলেবাসের জটিলতা, পাঠ্যবইয়ের বোঝা ও দুরূহ শিক্ষাপদ্ধতির এই পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এভাবে ফেলের সংখ্যা বৃদ্ধিই ঘটাইতেছে কিনা সে প্রশ্নটিও না করিয়া পারা যায় না। সব মিলাইয়া পাসের চাইতে ফেলের সংখ্যাধিক্যই আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের একটি কঠিন বাস্তব অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাফল্য, মেধা ও কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে আনন্দের ব্যাপার এবং প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু অসংখ্য ব্যর্থতা ও অসাফল্যের মাঝে দুই-চারটি সাফল্য ও সার্থকতার আনন্দও পরিশেষে ঢাকা পড়িয়া যায় কিনা তাহাই আজ আমাদের আরো সূক্ষ্মভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।